বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন
বিষয়ক কর্মজোট

bwged

তারিখ : ৪ মে ২০২৫

বরাবর

ড. মুহাম্মদ ইউনূস
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অনুলিপি :

১। **মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান**, মাননীয় উপদেষ্টা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২। **অ্যাডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান**, মাননীয় উপদেষ্টা, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩। **ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ,** মাননীয় উপদেষ্টা, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪। **ড. আহসান এইচ মনসুর**, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
৫। **মোঃ নাজমুল হক,** ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সিপিজিসিবিএল
৬। **মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন,** জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার জেলা, বাংলাদেশ

মাতারবাড়িতে 'ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র'-এর বাতিলের দাবিতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
দেশের চলমান পরিস্থিতিতে আপনার নেতৃত্ব ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত আমাদের জাতীয় অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষত, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে, আপনার সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত দেশের ভবিষ্যৎ পথ নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

আপনার প্রস্তাবিত 'থ্রি-জিরো' দর্শন: 'জিরো পোভার্টি', 'জিরো আন-এমপ্লয়মেন্ট' এবং 'জিরো কার্বন', যা শুধু আমাদের দেশের জন্যই নয়, বিশ্বব্যাপী সমাদৃত, একই সাথে প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি।
আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, 'জিরো কার্বন' নীতির প্রতিশ্রুতি—এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের প্রতীক। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ রক্ষার জন্য আপনার এই নীতি অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই নীতি বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশের পরিবেশগত নিরাপত্তা ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়নের জন্য এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
জ্বালানি খাতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনীতি, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তার জন্য এক বড় হুমকি। এই প্রেক্ষিতে, কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২, ঢাকা লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত **মাতারবাড়ি ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র** বাতিলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।
২৬তম জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে (COP26) বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকার করে যে, আর কোনো নতুন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বা তাতে বিনিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হবে না। এছাড়াও, বাংলাদেশের পক্ষ হতে প্যারিস এগ্রিমেন্টে ও ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (CVF)-এ কয়লা- বিদ্যুৎকেন্দ্র অনুমোদন না দেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার করা হয়।

সচিবালয় : ৪ মল্লিকবাড়ি রোড, বয়রা-রায়েরমহল, খুলনা ৯০০০, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৭৭৭ ০১৪৫৮, মোবাইল : +৮৮ ০১৯৭৬ ৭০২ ০০৬
ওয়েবসাইট : https://bwged.blogspot.com

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশ ধীরে ধীরে তাদের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো বন্ধ করছে। বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় এ সকল আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

২০১৩ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইনের আওতায় ওরিয়ন গ্রুপের ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লা-বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন করে। ২০১৬ সালে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও ওরিয়ন পাওয়ারের মধ্যে বিদ্যুৎ ক্রয়চুক্তি (পিপিএ) স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে ২০২০ সালের মধ্যে উৎপাদন শুরুর শর্ত ছিল। পরে মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২৩ সাল পর্যন্ত করা হলেও, ওরিয়ন গ্রুপ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

উল্লেখ্য যে, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (সিপিজিসিবিএল)-এর মালিকানাধীন মাতারবাড়ি দ্বীপের ২২৫ একর জমি ওরিয়ন পাওয়ারকে ইজারা দেয়া হয়। সরকারি জমি নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে ব্যবহার না করে অনৈতিকভাবে বেসরকারি কোম্পানির মুনাফা অর্জনের জন্য দিয়ে দেয়া হয়।

এ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য সাড়ে ছয় টাকা হারে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে, যার ফলে বছরে গড়ে তিন হাজার কোটি টাকা কোম্পানির পকেটে ঢুকবে। এর ফলে, জাতীয় বাজেটে ভর্তুকির চাপ আরো বেড়ে যাবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে চালু থাকা ৫,৮৯৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার ছয়টি কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বার্ষিক প্রায় ১৭.৫ মিলিয়ন টন কয়লা দরকার, তবে বৈদেশিক মুদ্রার সংকটে তার অর্ধেকও আমদানি করা যাচ্ছে না। চলতি বছর পটুয়াখালীতে ১,৩২০ মেগাওয়াট ও ওরিয়নের বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে আরো ৫.৫ মিলিয়ন টন কয়লা লাগবে, যার জন্য বছরে অতিরিক্ত ২ হাজার ২০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হবে। এতে অর্থনীতিতে চাপ বাড়বে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারও বাধাগ্রস্ত হবে।

পৃথিবীর সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে কমপক্ষে ৮৭৫ গ্রাম কার্বন নির্গমন হয়। সে হিসেবে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে প্রতি বছর গড়ে তিন থেকে চার মিলিয়ন টন কার্বন নির্গমন হবে। এর ফলে মানবস্বাস্থ্য, ফসল ও পরিবেশের যে ক্ষতি হবে তার মূল্য বছরে ১,১০০ থেকে ১,৫০০ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত পারদ, সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রাস অক্সাইড মানবস্বাস্থ্য ও জীবনহানির কারণ হয়ে উঠবে। এছাড়া, ক্ষতিগ্রস্থ হবে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও বনাঞ্চল, যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, বন উজাড় ও ভূমি দখলের কারণে হুমকির মুখে রয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তর অর্থনৈতিক শক্তিগুলো যখন কয়লা ব্যবহার পরিহার করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পথে এগিয়ে চলেছে, তখন মাতারবাড়ির জনগণের এই গণস্বাক্ষর বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার বার্তা বয়ে এনেছে— যা নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

আপনার জিরো কার্বন নীতির ওপর নির্ভর করে, আমরা মাতারবাড়িতে ওরিয়ন গ্রুপের ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাতিলের আবেদন জানাচ্ছি। গত ১লা মার্চ, ২০২৫ তারিখে মাতারবাড়ির স্থানীয় জনসাধারণ ক্ষোভ জানিয়ে মানববন্ধনেরও আয়োজন করে।

ইতোমধ্যে, মাতারবাড়ি ইউনিয়নের ধলঘাট গ্রামের সাধারণ মানুষ, যারা প্রতিদিন প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বাঁচেন তাদের মধ্য থেকে **১,০০০ জন সম্মানিত নাগরিক** পরিবেশ দূষণ, জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি, কৃষির ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক সংকটের আশঙ্কায় কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবীতে **স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণস্বাক্ষর করেছেন।**

এই গণস্বাক্ষর শুধুমাত্র সংখ্যাগত সমর্থন নয়; এটি তাদের জীবন, জীবিকা ও পরিবেশ রক্ষার এক সম্মিলিত আহ্বান। তাদের স্বাক্ষর থেকে স্পষ্ট হয়—তারা উন্নয়নের নামে ধ্বংস কামনা করে না, বরং এমন উন্নয়ন চায় যা প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের নিশ্চয়তা দেয়।

সচিবালয় : ৪ মল্লিকবাড়ি রোড, বয়রা-রায়েরমহল, খুলনা ৯০০০, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৭৭৭ ০১৪৫৮, মোবাইল : +৮৮ ০১৯৭৬ ৭০২ ০০৬
ওয়েবসাইট : https://bwged.blogspot.com

বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট

bwged

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

আপনার নীতিগত অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, আমরা বিশ্বাস করি, এই জনমতের প্রতি সম্মান জানিয়ে মাতারবাড়ির কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাতিল করা হবে। এটি শুধু স্থানীয় জনগণের ন্যায্য দাবিকে মর্যাদা দেবে না, বরং দেশের জলবায়ু ন্যায়বিচার ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণের পথে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

অতএব, অবিলম্বে প্রকল্পটি বাতিল করে নবায়নযোগ্য শক্তির বিকল্প ব্যবস্থার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনার সদয় সিদ্ধান্তের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে প্রতীক্ষায় রইলাম।

আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল, সাফল্য ও সক্রিয় উদ্যোগ কামনায়, মাতারবাড়ির জনগণ ও বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট (বিডব্লিউজিইডি)-এর পক্ষে -

ড. কাজী মারুফুল ইসলাম
আহ্বায়ক, বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন
বিষয়ক কর্মজোট (বিডব্লিউজিইডি) ও
অধ্যাপক, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হাসান মেহেদী
সদস্য সচিব, বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন
বিষয়ক কর্মজোট (বিডব্লিউজিইডি)
প্রধান নির্বাহী, উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন)

আমরা, কক্সবাজারের মহেশখালি উপজেলার ধলঘাট ও মাতারবাড়ি ইউনিয়নের নাগরিকবৃন্দ, মাতারবাড়িতে ওরিয়ন গ্রুপের ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাতিলের জন্য আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে নিম্নে সাক্ষর প্রদান করছি।

ওরিয়ন মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জমি ইজারা, ইআইএ, রাষ্ট্রীয় ঋণ ও বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি

সচিবালয় : ৪ মল্লিকবাড়ি রোড, বয়রা-রায়েরমহল, খুলনা ৯০০০, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৭৭৭ ০১৪৫৮, মোবাইল : +৮৮ ০১৯৭৬ ৭০২ ০০৬
ওয়েবসাইট : https://bwged.blogspot.com